যুগান্তর

তারিখ 08 MAR 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

শ্রীপুরে চুল লম্বা রাখায় ছাত্রকে শিক্ষকের কিল-ঘুষি

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরে মাথার চুল লম্বা থাকায় শ্রেণীকক্ষে তৃতীয় শ্রেণীর এক ছাত্রকে কিল-ঘুষিসহ বেধড়ক মারধর করেছেন এক শিক্ষক। মারধরের পর ওই শিশুটি অজ্ঞান হয়ে পড়লেও শিক্ষকের কাছ থেকে রেহাই পায়নি সে। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে লাথি মেরেছেন ওই শিক্ষক। সোমবার সকালে শ্রীপুর পৌর এলাকার বেড়াইদেরচালা আবদুল আউয়াল একাডেমিতে এ ঘটনা ঘটে।

শিক্ষকের নির্মমতার শিকার ছাত্র হাবিবুর রহমান ওই এলাকার খলিলুর রহমানের ছেলে। হাবিব বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। গুরুতর আহত হাবিবকে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

খলিলুর জানান, গণিতের শিক্ষক নাঈম ফোরকান মাথায় চুল লম্বা থাকায় হাবিবকে বেধড়ক মারধর করেন। সহপাঠীরা জানায়, পাঠদানকালে নাঈম ফোরকান হঠাৎ হাবিবের দিকে এগিয়ে

ছাত্রকে : পৃষ্ঠা ১৬ : কলাম ৫

ছাত্রকে : কিল-ঘুষি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

যান। 'মাথায় চুল লম্বা কেন' জানতে চেয়েই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন শিক্ষক। তিনি মাথার চুল টেনে ধরে পিঠে সজোরে উপর্যুপরি কিল-ঘুষি মারেন। চিৎকার করে হাবিব ফ্লোরে লুটিয়ে পড়লে টেনে তুলে দুই গালে চর-থাপ্পড় মারতে থাকেন নাঈম। একপর্যায়ে হাবিব জ্ঞান হারায়। হাবিব 'ভান ধরেছে' বলে লাথি মারেন ওই শিক্ষক। পরে খবর পেয়ে স্কুলের সহকারী শিক্ষক সাইফুল ছুটে গিয়ে হাবিবকে উদ্ধার করেন। স্বজনরা তাৎক্ষণিক তাকে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করেন। বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক জানান, নাঈম ফোরকান স্কুলের প্রধান শিক্ষক সেলিম আহমেদের শ্যালক। তাই তিনি প্রভাব বিস্তারে সদা তৎপর থাকেন। দুই বছর আগে মোমবাতির আগুনে স্টিলের টুকরো গরম করে এক ছাত্রের গালে সেকা দিয়েছিলেন নাঈম। বছরখানেক আগে দ্বিতীয় শ্রেণীর এক ছাত্রকে বেধড়ক মারধর করেছিলেন। এ ঘটনার পর থেকে নাঈম ফোরকান পলাতক। আবদুল আউয়াল একাডেমির প্রধান শিক্ষক সেলিম আহমেদ বলেন, নাঈম এ ঘটনায় অনুতপ্ত হয়েছেন। এরপরও তার বিরুদ্ধে স্কুলের পক্ষ থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

শ্রীপুরের ইউএনও মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ পাইনি। খোঁজ নিচ্ছি। ঘটনা প্রমাণিত হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।